তারিখঃ ২৪ মে ২০১৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারার মামলায় গ্রেফতারের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং পুলিশ রিমান্ডে নির্যাতন নিষিদ্ধ করা সংক্রান্ত হাইকোর্টের প্রদত্ত নির্দেশনা আপীল বিভাগে বহাল

আজ ২৪ মে ২০১৬ইং তারিখ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের দায়ের করা আপীল খারিজ করে বিগত ২০০৩ সালে হাইকোর্টের প্রদত্ত রায় কিছু পরিবর্তনসহ বহাল রেখেছেন। ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা সম্পর্কিত হাইকোর্টের দেয়া নির্দেশনায় গ্রেফতারের ক্ষেত্রে যে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং নির্যাতন নিষিদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন আপীল বিভাগ। আপীল বিভাগ তার আদেশে বলেন যে, হাইকোর্ট বিভাগের দেয়া রায় ভালভাবে মনোনিবেশ করলে দেখা যায় যে, ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আদালত তা সামঞ্জস্যপূর্ণকরণের ক্ষেত্রে একটি দিক নির্দেশনা দিবেন। প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বে চার সদস্যের আপীল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ আজ এ আদেশ দেন।

শুনানীতে বলা হয় যে, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক হাইকোর্টের দেয়া ১৫টি নিদের্শনা অনুসরণ করা হয়নি যার প্রেক্ষিতে হেফাজতে নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলছে। ২০০৩ সালে বিচারপতি হামিদুল হক চৌধুরী এবং বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ প্রদত্ত ১৫টি নির্দেশনা অবিলম্বে অনুসরণ এবং সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ সংশোধনের জন্য যে, ৭টি সুপারিশ করা হয় তা যথাযথ প্রয়োগের আবেদন জানানো হয়। আবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ফৌজদারী কার্যবিধি ৫৪ ধারায় গ্রেফতার বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৫ (৫) এবং আন্তর্জাতিক নির্যাতন প্রতিরোধ সনদ ১৯৮৪ ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সনদ ১৯৬৬ এরও লংঘন।

মামলায় রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুনানী করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবীগণ ড. কামাল হোসেন ও ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলাম। তাদের সঙ্গে ছিলেন এডভোকেট ইদ্রিসুর রহমান ও ব্যারিস্টার সারা হোসেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম এবং অতিরিক্ত অ্যাটনি জেনারেল মুরাদ রেজা।

ড. কামাল হোসেন বলেন, *''এটি সত্যিই একটি যুগান্তকারী রায়। কারণ এই রায়ের মধ্য দিয়ে গ্রেফতার, আটক, রিমান্ড ও জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে। অচল আইন ও তার প্রয়োগ, যার বৈধতা সংবিধানের অধীনে নেই, সেই সব ব্যবহার করে যারা অত্যাচার ও অন্যায় করে থাকেন তাদের কাছ থেকেও এই রায়ের মাধ্যমে জনগণ সুরক্ষা পাবে। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত অন্যায় গ্রেফতার, বেআইনী জিজ্ঞাসাবাদ, আটক ও অত্যাচারের ঔপনিবেশিক ও সংবিধান-বিরোধী চর্চার অবসান ঘটিয়ে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রতিষ্ঠায় এই রায় বিশেষ অবদান রাখবে।''*

এ প্রসঙ্গে ব্লাস্টের সহ-সভাপতি বিচারপতি মোঃ আওলাদ আলী বলেন, *''এটি একটি যুগান্তকারী রায়। এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণের সাংবিধানিক অধিকার অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষা পাবে।''*

মামলায় রীট আবেদনকারীর পক্ষে অন্যতম জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলাম বলেন, *''১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর যখন সংবিধান প্রণীত হয় তখন সংধিানের ৭ (২) এবং ২৬ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন বাতিল বলে গণ্য হবে এ মর্মে বিধান রাখা হয় - এর মাধ্যমে ফৌজদারী কার্যবিধি ৫৪ ও ১৬৭ ধারা বাতিল বলে পরিগণিত হয়েছে। এতদিনও এই ঔপনিবেশিক আইনগুলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়নি। সংবিধানের*

রক্ষক হিসেবে বিচার বিভাগের উপর দায়িত্ব বর্তায় সংবিধান ও আইন রক্ষা করার। সংবিধান ও আইনের রক্ষার বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশনা এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় নি। কিন্তু সরকার পক্ষের আপীল খারিজের মাধ্যমে হাইকোর্টের নির্দেশনা ও আপীল বিভাগের রায়ের আলোকে সংশ্লিষ্ট আইনের সংশোধন আবশ্যকীয়। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী বিভিন্ন ঔপনিবেশিক আইনের ধারার পরিবর্তন হয়েছে এবং ভারতের আদালত এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, যতদিন না আইন সংশোধন হচ্ছে ততদিন সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশনাগুলো সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য পালন করা আবশ্যকীয়।"

মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী এডভোকেট ইদ্রিসুর রহমান বলেন, *"এ রায়ের মাধ্যমে গ্রেফতার ও রিমান্ডের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের প্রদত্ত ১৫টি নির্দেশনা পুনর্বহাল হল।"*

এ মামলার বাদী ও ব্লাস্টের তৎকালীন উপদেষ্টা ড. শাহদীন মালিক বলেন, *"এ মামলা শুরু হয়েছিল সুদূর ১৯৯৮ তে - পুলিশের নির্মম নির্যাতনে একজন মেধাবী ছাত্র রুবেলের মৃত্যুর পর। উদ্দেশ্য ছিল রুবেলের মতো আর কেউ যেন নিহত না হয়। ইদানীং পুলিশী নির্যাতন বেড়েছে। তবে আশা হল, এই রায়ের ফলে পুলিশী নির্যাতন কমিয়ে আমরা সভ্য সমাজে পরিণত হওয়ার পথে এগিয়ে যাব।"*

মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী সারা হোসেন বলেন ,*"এই রায়টি পেতে আমাদের ১৮ বছর সময় নিয়েছে। স্মরণ করছি রুবেল, সীমা চৌধুরী, অরুণ চক্রবর্তী, কল্পনা চাকমা - যাদের মৃত্যু, গুম এবং ধর্ষণের ঘটনা জাতীয় ও বিচারিক বিবেককে আহত করেছে তার ফলাফলই এই রায়। আমরা গর্বভরে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন বা নিষ্ঠুর ও অমানবিক ব্যবহার বন্ধ করণে আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ড. কামাল হোসেন ও ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলাম এবং আমাদের সহকর্মী ড. শাহদীন মালিক ও এডভোকেট ইদ্রিসুর রহমান সহ যারা এ মামলাটিকে ১৮ বছর ধরে চালিয়ে যাওয়ার সংগ্রাম করেছেন তাদের প্রতি।' এই রায় একটি বড় হাতিয়ার। আদালত, আইনজীবী, গণমাধ্যম, মানবাধিকার ও সমাজকর্মীদের যৌথ প্রচেষ্টায় অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব এই বিষয় এই রায়ের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে"।*

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মো: নুর খান লিটন বলেন, *"দীর্ঘ ১৮ বছর যাবৎ মানবাধিকার কর্মীরা আইনী লড়াই লড়ে আজকের একটা অবস্থার উত্তোরণ ঘটিয়েছে। এই রায়ের ফলে পুলিশের অতিরিক্ত বল প্রয়োগ ও আইন বর্হিভুত কার্যক্রম কমিয়ে আনা সম্ভব হবে এবং রক্ষাকবজ হিসেবে এই রায় কাজে আসবে"*

পটভূমিঃ

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শামীম রেজা রুবেলকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয় এবং গোয়েন্দা বিভাগের কার্যালয়ে তার মৃত্যু হয়। সীমা চৌধুরী নামে ১৮ বছরের এক তরুণী চট্টগ্রামের রাউজানে পুলিশ হেফাজতে ধর্ষণের শিকার হয় ও মৃত্যুবরণ করেন। অরুন চক্রবর্তী নামে আরো এক যুবক মালিবাগ থানার পুলিশ হেফাজতে মারা যান। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), আইন সালিশ কেন্দ্র (আসক), সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন এবং অরুণ চক্রবর্তীর স্ত্রী, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের প্রাক্তণ সভাপতিসহ আরো কয়েকজন বরেণ্য ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগে একটি রীট পিটিশন দায়ের করেন। এই মামলায় ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা এবং ১৬৭ ধারার অপপ্রয়োগ চ্যালেঞ্জ করা হয়। আইন মন্ত্রণালয়,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিশের মহা পরিদর্শক, উপ-মহা পরিদর্শক, সহকারী পুলিশ সুপারসহ ৫ জনকে বিবাদী করে এই মামলা দায়ের করা হয়।

মামলায় রুবেল হত্যার মর্মান্তিক ঘটনায় বিচারপতি হাবিবুর রহমান খানের অধীনে বিচারবিভাগীয় অনুসন্ধান কমিশনের রিপোর্টে পেশকৃত ১১টি সুপারিশমালার ভিত্তিতে আদালতের কাছে দিকনির্দেশনার আবেদনও জানানো হয়। পরবর্তীতে মহামান্য হাইকোর্ট ১৯৯৮ সালের ২৯ নভেম্বর সন্দেহবশতঃ কাউকে গ্রেফতার এবং তদন্তের নামে রিমান্ডে এনে শারীরিক

নির্যাতন করা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাকে কেন নির্দেশ দেয়া হবেনা সে মর্মে সরকারের ওপর রুল নিশি জারি করেন।

পরবর্তীতে ৭ই এপ্রিল ২০০৩ তারিখ শুনানি শেষে বিচারপতি হামিদুল হক চৌধুরী এবং বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা সংশোধনের জন্য একটি যুগান্তকারী রায় প্রদান করেন এবং গ্রেফতার ও রিমান্ডের ক্ষেত্রে ১৫টি নির্দেশনা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন।

সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ বিগত ২০০৪ সালে লিভ টু আপীল গ্রহণ ও মঞ্জুর করলেও হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহ স্থগিত করেনি। এরপরে, দীর্ঘ ১৭ বছর পরে বিগত ২৩শে নভেম্বর ২০১৫ তারিখে মামলাটি আপীল বিভাগের শুনানীর তালিকায় ওঠে।

পরবর্তীতে, গত ২১ জানুয়ারী ২০১৬ ইং তারিখে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ, রাষ্ট্রপক্ষের কাছে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার এবং রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা জানতে চান এবং ৯ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে তা লিখিত আকারে আদালতকে অবহিত করতে অ্যাটর্নি জেনারেলকে নির্দেশ দেন।

এরপরে, বিগত ১৭ই মে ২০১৫ তারিখে শুনানীর পর আজ ২৪ মে ২০১৬ ইং তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বে গঠিত ৪ সদস্যের সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ এই যুগান্তকারী রায় প্রদান করেন।

আরো জানতে যোগাযোগ করুনঃ

এডভোকেট আবু ওবায়দুর রহমান
সিনিয়র ডেপুটি ডিরেক্টর, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
মোবাইল নং- ০১৯১৪১২৯৮৫৬
ইমেইল-obaid.rahman67@gmail.com

মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক,অ্যাডভোকেসি ও কমিউনিকেশন, ব্লাস্ট
মোবাইল-০১৭৭৬০৬০১১৩
ইমেইল-mahbuba@blast.org.bd